ইসলামি উগ্রবাদ ঃ ব্রিটিশ ফ্রাঙ্কেনস্টাইন

॥ রুহুল আমিন ॥

ইসলামি জঙ্গিবাদ বহুল আলোচিত এবং ব্যাপক প্রচারিত একটি বিষয় যার সঙ্গে আত্মঘাতি বোমা হামলা, সন্ত্রাস প্রভৃতি ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় বা ধর্মগোষ্ঠীর কাছে ইসলাম, মুসলমান হাড় কাঁপানো আতঙ্কেরই অপর নাম। এমনকি ন্যায়বিচার বঞ্চিত মানুষের ক্ষোভের আর্তনাদ আত্মহননে রূপ নিলেও তার দায় বর্তায় ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর যদিও শ্রীলঙ্কা ও জাপানে এর প্রচলন বহু পূর্ব থেকেই। অন্যায় ও অবিচারকারীরা থাকে নির্দোষ। কারণ, তারাই তো বিচারকের আসনে সমাসীন!

ইসলাম ও মুসলমানকে কলঙ্কিত করার ইহুদি-খ্রীষ্টবাদী ব্রিটিশ এই চক্রান্ত বহু পুরনো। এর মধ্যে অন্যতম হলো, ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলামের মূল শিক্ষা-দর্শন বিলুপ্ত করা এবং ইহুদি-খ্রীষ্টবাদী সাম্রাজ্য বিস্তারে ন্যায়-অন্যায় বাছ-বিচার ছাড়াই সহযোগিতা করা। ইসলামের নামে প্রাণহীন যে ধর্মের অনুসারীদের আজ কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে তার জন্মদাতা কিন্তু ব্রিটিশরাই; এর সাথে শান্তি ও ন্যায়ের ধর্ম ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। ইহুদি-খ্রীষ্টবাদী ব্রিটিশরা তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে যে বিষবৃক্ষের চারা রোপন করেছিলো তা মহীরূহ হয়ে এর বিষফল ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র এবং বিশ্ববাসী অসহায়ের মতো সেগুলো ভক্ষণ করছে।

সবারই জানা, একদা সমগ্র পৃথিবীই ছিলো ব্রিটিশ শাসনের অধীন। তখন থেকেই প্রচলিত, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্তমিত হয় না'। তাদের এই শাসন ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী কুক্ষিগত রাখতে Divide and Rule Policy'র উদ্ভব। যা পরবর্তীতে Double Standard Morality বা 'দু'মুখো নীতি'তে রূপ নেয়।

পরবর্তীতে ব্রিটেন ও আমেরিকা সম্মিলিত উদ্যোগে উপর্যুক্ত নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখে। সময়ের গতিধারায় আমেরিকা এখন নেতৃত্বের আসনে আর ব্রিটেন সহযোগী। ব্রিটিশ এমপি জর্জ গ্যালওয়ের ভাষায় - 'বুশ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় খ্রীষ্টান মৌলবাদী সন্ত্রাসী আর টনি ব্লেয়ার বুশের পোষা কুকুর। এই দু'কুকুর ইরাক-আফগানিস্তানে মুসলমানদের রক্ত-মাংস শুষে খাচ্ছে। এবার তারা ইরান ও সিরিয়া আক্রমণের পাঁয়তারা করছে। এদের মুখে মানবাধিকারের কথা মানায় না। বিশ্বকে এখনই এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।'

খ্রীষ্টান পন্ডিত হান্টিংটন-এর 'সভ্যতার সংঘাত' শীর্ষক তত্ত্ব অনুসারী জুনিয়র বুশ কোনো রাখঢাক গুড়গুড় ছাড়াই ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী প্রকাশ্য ক্রুসেড-এ অবতীর্ণ হয়েছেন। অর্থাৎ আমেরিকা এখন স্বস্বীকৃত তাগুত। ব্রিটেন ও ইউরোপ এখনও ঘোমটার আড়ালে। তারা মুনাফেকের ভূমিকায় অবস্থান করছে। আমেরিকাকে চেনা সহজ। তারা যা করে তা প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে করে। এমনই একটি ঘোষণা ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে তৈরি 'পিপিএম ২৩' নামে আমেরিকার গোপন দলিলে রয়েছে -

'পৃথিবীর ঐশ্বর্যের শতকরা ৫০ ভাগের মালিক আমরা। কিন্তু আমরা পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র ৬.৩ ভাগ। এই অবস্থায় আমরা ঈর্ষা ও বিদ্বেষের লক্ষ্য না হয়ে পারি না। আমাদের সামনে মূল কাজ হলো এমন একটা সম্পর্কের ছক খুঁজে বের করা, যার সাহায্যে আমাদের এই অসাম্যের অবস্থা জিইয়ে রাখা সম্ভব হবে। আমরা বিশ্বের হিতসাধন কিংবা পরার্থপরতার ব্যয়ভার বহন করতে পারি এ রকম চিন্তাধারা দিয়ে প্রতারণার কোনো প্রয়োজন নেই। মানবিক অধিকার, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রীকরণ এই সমস্ত অস্পষ্ট এবং অবাস্তব লক্ষ্য সম্পর্কে কথা বলা আমাদের বন্ধ করা উচিত। সেদিন আর বেশি দূরে নয় যখন আমাদের প্রত্যক্ষ শক্তি প্রয়োগের ধারণার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। তখন আদর্শবাদী বুলিতে আমরা যত কম বাধা প্রাপ্ত হই ততই ভালো।'

এই শক্তি প্রয়োগের বাস্তবতা যে কত ভয়ঙ্কর, করুণ ও হৃদয়বিদারক তা তো আফগানিস্তান ও ইরাকে প্রত্যক্ষ করছে বিশ্ববাসী। এখন তার প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। বিশ্বশান্তি হুমকির মুখে। পৃথিবীর প্রাণীকূল নিরাপত্তাহীনতার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। উল্লেখ্য, আমেরিকা তাদের পুঁজিবাদী স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালাতে 'নির্দিষ্ট গুপ্ত হত্যা আইন' পাশ করে বহু আগে থেকেই বিভিন্ন সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের হত্যা করার প্রক্রিয়া চালু রেখেছিলো। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর আমেরিকার জীবিত তিনজন প্রেসিডেন্টের সম্মতি নিয়ে এই আইন রহিত করা হয়।

'প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে' - বিজ্ঞানের এই স্বতসিদ্ধ সূত্রটি বিস্মৃত হয়ে আমেরিকা, ইউরোপ ও ব্রিটেন 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' আতঙ্কে ভুগছে। তারা ইসলাম ও সন্ত্রাস এবং মুসলিম ও সন্ত্রাসী একাকার করে ভাবছে। এজন্য তাদের জীবন ও বাসস্থান নিরাপদ রাখতে মার্কিন কংগ্রেস সদস্য টম ট্যানক্রিডোসহ কথিত সভ্য দুনিয়ার রাজনীতিকরা মক্কাসহ মুসলিম পবিত্র স্থাপনায় হামলা করতে বুশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তারা মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার ছাত্রদের প্রতি বিষোদগার করে বলছেন, মাদ্রাসাগুলো ভবিষ্যৎ সন্ত্রাসের ক্ষেত্র ছাড়া কিছু নয়। তাদের দৃষ্টিতে উগ্রবাদের সমস্যাটি ইসলামেই নিহিত। খোদ পাক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশারফ বলেছেন, পাকিস্তানের কিছু মাদ্রাসা সন্ত্রাসবাদ শিক্ষা দেয়ার কাজে জড়িত। লন্ডন বিস্ফোরণকে ইসলাম বিরোধী আখ্যা দিয়ে পাক প্রেসিডেন্ট বলেছেন, কিছু জঙ্গি সংগঠন তাদের মতাদর্শ জোর করে অন্যদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করছে এবং সন্ত্রাসবাদী কাজ-কর্মের সঙ্গে কিছু মাদ্রাসার যোগাযোগ রয়েছে। অন্যদিকে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আহমেদ বাদাবি মুসলিম জনগণকে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় অগ্রণী ভূমিকা রাখতে আহ্বান জানিয়ে বলেন, সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো যেন ইসলামের নাম ব্যবহার করে তাদের সহিংস অপতৎপরতা চালাতে না পারে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেছেন, আমরা বোঝার চেষ্টা করছি যে, সন্ত্রাসীরা তাদের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ইসলাম ও ইসলামের জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে এবং তা শুধু মালয়েশিয়ায় নয়, বিশ্বব্যাপী তা করতে পারে।'

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর উপলব্ধি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং তা বিশ্ববাসীর জন্য অবশ্যই ভাবনার বিষয়। ইসলামের মহান শিক্ষা-দর্শন ধ্বংসের সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের অংশ হিসেবে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতার বৈঠকখানা রোডে ১০০ টাকায় বাড়ি ভাড়া করে ভারতে প্রথম মাদ্রাসা চালু করেন। কালের বিবর্তনে সেই মাদ্রাসাই এখন মাদ্রাসা-ই-আলিয়া নামে প্রতিষ্ঠিত এবং সুপরিচিত। ইসলাম ও মাদ্রাসা এখন এক ও অভিন্ন ভাবা হয়। অথচ এর শিক্ষা কাঠামো তৈরি এবং তা বাস্তবায়নে ইহুদি-খ্রীষ্টান পন্ডিত ও শিক্ষাবিদগণই ছিলেন মূল ভূমিকায়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যক্ষ তালিকা এর প্রমাণ ঃ

১। ড. এ প্রেংগার, এম.এ; ২। স্যার উইলিয়াম নাসের লীজ; ৩। সি. জে. ষ্ট্যাকলিজ, এম.এ; ৪। হেনরী ফার্ডিন্যান্ড ব্রাকম্যান; ৫। এ. ই. গলফ, এম.এ; ৬। ডক্টর এ এফ আর হর্নেল; ৭। এইচ ব্রোথার্নে, এম.এ; ৮। এফ জে রৌও, এম.এ; ৯। এফ সি হল, বি.এ, বিএসসি; ১০। স্যার আর্ল ষ্টেইন, পিএইচডি; ১১। এইচ এ ষ্টক, বি.এ; ১২। লেফটেন্যান্ট কর্নেল জি এস এ রেকিং, এমডিআই, এমএস; ১৩। স্যার এডওয়ার্ড ডেনিসন রস, পিএইচডি; ১৪। এইচ ই ষ্টেপলটন, বি.এ, বিএসসি; ১৫। মি. চ্যাপম্যান, ১৬। আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন হার্নি এবং ১৭। এস জে বুটমলী, বি.এ।

এরপর ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে শামসুল উলামা কামালউদ্দিন আহমাদ সাহেবই প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাকে পদাধিকার বলে রেজিষ্ট্রার ও সহ-সভাপতি হিসাবে প্রশাসনিক দায়িত্ব দিয়ে 'বোর্ড অব সেন্ট্রাল মাদ্রাসা একজামিনেশন্স বেঙ্গল' নামে সর্বপ্রথম একটি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়।

ব্রিটিশ ফ্রাঙ্কেনস্টাইন মাদ্রাসা নামক এই দানব এখন শুধু ইউরোপ-আমেরিকাই নয়, সারা বিশ্বের শান্তিবাদী মানুষেরই ঘাড় মটকাতে উদ্যত। এর ভয়াল থাবা মুক্ত হওয়ার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা এখন সর্বত্রই। তবে ব্রিটেনসহ ইউরোপ-আমেরিকার ভাবনা ও মুসলিম জনগণের ভাবনার মধ্যে বিস্তর ফারাক। ওরা একে মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধ্বংস করার অজুহাত বানাতে ব্যস্ত আর সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমানরা আত্মরক্ষার পথ খুঁজতে মরিয়া।

ভারতে ব্রিটিশ প্রবর্তিত মাদ্রাসা চালু করা এবং বিশ্বব্যাপী মুসলিম বিভিন্ন দল-উপদল সৃষ্টি করার মধ্যেই বর্তমানে সংঘটিত বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বীজ নিহিত। সম্প্রতি প্রকাশিত ব্রিটিশ গোয়েন্দা হামফ্রের ডায়েরিতে তার আলামত সুস্পষ্ট। ব্রিটেনের বর্তমান মেয়র কেন লিভিংষ্টোনও ইসলামি উগ্রবাদের জন্য পশ্চিমা বিশ্বকে দায়ী করে বলেছেন, তেলের প্রয়োজনে পশ্চিমা বিশ্ব মধ্যপ্রাচ্যে ৮০ বছর শোষণ চালিয়েছে। আমরা সেখানে আমাদের সহযোগী সরকার বসিয়ে রেখেছি। বিরোধী সরকারদের পতন ঘটিয়েছি। তার ভাষায় পশ্চিমা শক্তি উগ্রবাদ প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় কাজ করেছে গত শতাব্দীর আশির দশকে। আফগানিস্তানে দখলদার সোভিয়েত বাহিনীকে পরাজিত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৌদি বংশোদ্ভূত ওসামা বিন লাদেনকে প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সহায়তা করে। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনীকে বিতাড়িত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই লাদেনকে বোমা তৈরি ও মানুষ হত্যার কলা-কৌশল শিখিয়েছে। লাদেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষেও কাজ করতে পারে সে চিন্তাটা তখন ওয়াশিংটন করেনি। তিনি ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্য নীতির সমালোচনা করে বলেন, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী শ্যারন একজন যুদ্ধাপরাধী। তাকে অফিসে না রেখে কারাগারে রাখা উচিত। স্বয়ং ইসরাইলের কাহাল কমিশনের রিপোর্টে অনুযায়ী সাবরা ও শাতিলা গণহত্যার সঙ্গে শ্যারণ জড়িত ছিলো। ব্রিটেনের হাউস অব কমন্স সদস্য জর্জ গ্যালওয়ের মন্তব্য আরও কঠিন ও তীর্যক - 'ইসরাইল নির্বিচারে ফিলিস্তিনী শিশু, নারী ও পুরুষ হত্যা করছে। আর ব্রিটেন ও আমেরিকা ইসরাইলকে সহায়তা করছে।' লন্ডনে বোমা বিস্ফোরণের পর গার্ডিয়ানের গ্যারি ইয়াং এর গভীর মর্মানুভূতি, 'লন্ডনের বোমা হামলার সঙ্গে ইরাকের ফাল্লুজায় আমেরিকান সৈন্যদের হামলার তুলনা হয় না। ফাল্লুজায় নিহত হয়েছে ১ হাজারের বেশি মানুষ। স্কুল ও মসজিদসহ নগরীর অর্ধেক বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। লন্ডনের তুলনায় ফাল্লুজার ক্ষয়ক্ষতি কয়েকগুণ বেশি। তারপরও তুলনা করতে হয়। দুঃখ ও বেদনা কেবল আমাদেরই নেই। ইরাক বা আফগানিস্তানের মানুষের চেয়ে আমাদের রক্তও বেশি লাল নয়। তাদের চোখের জল আর আমাদেরটা আলাদা নয়।' ব্রিটিশ পলিসিই হলো মুসলমান সম্প্রদায়কে বিক্ষুব্ধ করে সন্ত্রাসী হতে উদ্বুদ্ধ করা এবং এদের সম্পদ লুট করা। ভারতবর্ষও তাদের এ নীতি বহির্ভূত ছিলো না। মাদ্রাসা শিক্ষার নামে এখানকার মুসলমানদের বিভক্ত করেছে আবার এদের সম্পদও লুন্ঠন করেছে। ব্রিটিশ এমপি জর্জ গ্যালওয়ের সাক্ষ্য - 'ব্রিটিশরা যখন বাংলাদেশে আসে তখন এ দেশ ছিলো বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী দেশ আর যখন চলে যায় তখন এ দেশ হয়ে যায় সম্পদহীন। এ দেশের সকল মূল্যবান সম্পদ ব্রিটিশরা নিয়ে গেছে।' (সূত্রঃ নয়াদিগন্ত, ৯ মার্চ ২০০৫)

মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা এবং আফগানিস্তান ও ইরাক দখলের মূলেও রয়েছে তেল সম্পদ কুক্ষিগত করার কারসাজি - তা এখন দিবালোকের মতো পরিস্কার। পাশ্চাত্যের মিডিয়া ব্যক্তিত্ব রবার্ট ফ্লিক্সসহ বিবেকবান সাংবাদিকদের কলামে এ সম্পর্কিত তথ্য এখন নিয়মিত প্রকাশ পাচ্ছে। এ কথাও প্রচার হচ্ছে যে, টুইন টাওয়ার হামলায় খোদ মার্কিন সরকার জড়িত ছিলো। তাও বলছেন ভিয়েতনাম যুদ্ধের খ্যাতনামা পাইলট রস ভিটেনবার্গ। তিনি মার্কিন বিমান সংস্থা প্যান অ্যাম এয়ারলাইন্সের পাইলট ছিলেন এবং বোয়িং বিমান চালানোর ক্ষেত্রে তার ৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

আর্কটিকবিকন (arcticbeacon) নামে একটি ওয়েবসাইটে রস ভিটেনবার্গের প্রকাশিত নিবন্ধের বরাত দিয়ে ইরানের সরকারী বার্তা সংস্থা ইরনা জানিয়েছে, তিনি বলেছেন, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডিকে যারা হত্যার পরিকল্পনা করেছিলো, যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন ভূখন্ডে পার্ল হারবারে বোমা হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছিলো, তারাই ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার সাজানো নাটকের পরিকল্পনা করেছে। পাইলট ভিটেনবার্গ আরো বলেছেন, মার্কিন সরকার সাজানো নাটকের মাধ্যমে জনগণকে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার ব্যাপারে ধোঁকা দিতে সক্ষম হলেও বোয়িং বিমান চালানোর মতো জটিল ব্যাপারে দীর্ঘদিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি এই জালিয়াতি ধরতে পেরেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন এমন বড় মাপের হামলার সঙ্গে মার্কিন সরকার জড়িত ছিলো। তিনি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইসকে মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিহিত করে বলেন, রাইস ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার রহস্য উন্মোচনের লক্ষ্যে গঠিত তদন্ত কমিশনের কাগজপত্র খতিয়ে ভিটেনবার্গ দেখতে পেয়েছেন যে, রাইস কমপক্ষে ১১০টি মিথ্যা কথা বলেছেন এবং ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি আরো বলেন, যে ধরনের বোয়িং বিমান নিয়ে টুইন টাওয়ারে হামলা হয়েছিলো তার জ্বালানিতে আগুন ধরে যাওয়ায় ওই ধরনের দুটি সুউচ্চ ভবন ধ্বংস করা সম্ভব নয়। পাইলট রস ভিটেনবার্গ ১১ সেপ্টেম্বরের লজ্জাজনক ঘটনার জন্য মার্কিন নব্য রক্ষণশীলদের জড়িত থাকার তথ্য দিয়ে তাদের সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক হতে বলেছেন।

ব্রিটেনে ৭ ও ২১ জুলাইয়ের বোমা বিস্ফোরণ নিয়েও জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ব্রিটেন সরকারের সম্পৃক্ততা ছাড়া এ ধরনের ঘটনা সেখানে সম্ভব কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার। না হলে তো ব্রিটেনের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। ইরাক হামলার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ বুশ-ব্লেয়ার চক্র নতুন কোনো চক্রান্ত আঁটছেন বলেই মনে করছেন বিবেক সম্পন্ন বিশ্ববাসী।

কেননা, লন্ডনে দ্বিতীয় দফা বোমা বিস্ফোরণের পর পুলিশের 'দেখামাত্র গুলির নির্দেশ'-এ একজন নিরীহ নিরাপরাধ ব্রাজিলিয়ান নিহত হলেন। তাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে পরপর ৫টি গুলি তার বুকে বিদ্ধ করা হয়। তখন প্রচার করা হয়েছিলো যে, সে

পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত একজন মুসলমান। এখন অবশ্য ব্রিটিশ পুলিশ তাদের ভুল বুঝতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করছে। কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। ব্রিটেনসহ ইউরোপের অধিবাসীরা ইতোমধ্যে এশিয়া ও মুসলিম বিরোধী বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। তাছাড়া পৃথিবীর কোনো প্রান্তে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট কোনো ভূঁইফোড় মুসলমান নামধারী সংগঠনের দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়ার মধ্যেও মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন নিহিত রয়েছে। শান্তি প্রত্যাশী মানুষদের এগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। এম্বেডেড জার্নালিজমে বিভ্রান্ত হলে শান্তি পরাহত। সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং সন্ত্রাসের মূল কারণ নির্ণয় ছাড়া এর বিরুদ্ধাচারণ করা বাগাড়ম্বর বৈকি।

সম্পদ লুট ও বিশ্বব্যাপী ছড়ি ঘুরানোর অভিন্ন স্বার্থে একত্রিত বুশ-ব্লেয়ার যে আগুন জ্বালিয়েছেন তার লেলিহান শিখায় এখন তাদের নিজেদের ঘর পুড়ে ছারখার হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাই পারভেজ মোশারফের কণ্ঠে সুর মিলিয়ে বলতে হচ্ছে, ‘নিজের ঘর সামলান।’ ❑